সুন্দর সমাপ্তি

ব্যস্ত নগরী অটোয়া শহর। কারো দিকে কারো তাকানোর জো নেই। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে উইলটন। ২টা বাজার অপেক্ষায়। সকাল থেকে সময়ের মনে হয় যেনো পাখা লেগে যায় কিন্তু কেনো যেনো দুপুরের এই সময়টা কচ্ছপের গতিতে চলে। ২টা বাজার ঘন্টা যেনো বাজতেই চায় না!! অন্তত উইলটনের তাই মনে হয়।

বলে না?? সময় আর স্রোত কারো জন্য থেমে থাকে না, উইলটনের হৃদয়ের গতি বাড়িয়েই হোক অবশেষে ২টা বেজেই গেলো। লাঞ্চটাইমের আগে ফোনে হাত লাগানোও অফিসে কড়া করে নিষেধ। সিকিউরিটি সিস্টেম!!সময় নষ্ট না করেই ছো মেরে ফোনটা নিয়ে বাইরে চলে গেলো উইলটন। দেশে ফোন করতে হবে।

এখন দেশে রাত ১২টা বাজে। তবু প্রতিদিন এই সময়টার জন্য অধীর আগ্রহে বসে থাকে মেহরীন। সারাটাদিন পর এই সময়ই স্বামী ফোন করে খোঁজ নিতে পারে। নাহলে বেচারা যেনো জন্ম নিয়েছেই দৌড়ানোর জন্য।

(ফোন বেজে উঠলো)..... হাজার চিন্তার মধ্যে ঘেরা মেহরীনের হঠাৎ কাঁচ ভাঙার মত চিন্তাগুলো ভেঙে গেলো আর চমকে উঠে তাড়াতাড়ি ফোন উঠিয়ে নিলো।

ফোন ধরতেই উইলটনের কণ্ঠে মেহরীনের নাম ভেসে এলো..... আস্তে করে বললো "মেহরীন"।

-"কিছু খেয়েছো?" মেহরীন স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলার চেষ্টা করলো, কিন্তু কেঁপে উঠলো কন্ঠ তার।

-"খেয়ে নেবো!! বাবু কোথায়?"

-"ঘুমোচ্ছে!! জাগিইয়ে দেবো?"

-"নাহ!! ঘুমোক!! তুমি খেয়েছো? কন্ঠ কাপছে কেনো?"

-" জানি না!! উইল!!"

-"হ্যাঁ, বলো"

-“তুমি বাংলাদেশে চলে এসো!! তোমাকে ছাড়া সবকিছু অপূর্ণ লাগে। এখানে অনেক চাকরী পাবে। অভাব হবে না। স্পন্দন তোমার চেহারা ভুলেই যাচ্ছে। দিনে একবার ফোন করো তাও রাতে ১২টায়, ছেলের সাথে শেষ জন্মদিনে কথা বলেছিলে। আর কত??”

বলেই চুপ হয়ে গেলো মেহরীন। কান্না চেপে যাওয়ার ক্রমাগত চেষ্টা করে যাচ্ছে যেনো।

হেসে পরিস্থিতি হালকা করার চেষ্টা করলো উইলটন।

-“মনে আছে মেহরীন!! আমরা কত স্বপ্ন দেখতাম?? বিদেশে শিফট হবো, স্পন্দনকে ভালো পরিবেশ আর শিক্ষা দেবো, পট পট করে ইংলিশ বলবে আমাদের স্পন্দন, রিটায়ারমেন্টে আমরা প্যারিস যাবো”- ফোনের মধ্যে যেনো অতীতে মিলিয়ে গেলো উইলটন।

- “মনে আছে” মাথা নীচু করে উত্তর দিলো মেহরীন। চোখ মুছে নিলো আলতো করে!! “আমার প্যারিস যাওয়ার দরকার নেই, তুমি ফিরে আসো”

-“তাহলে কার গ্রীণ কার্ডের জন্য ২বছর দৌড়ালাম আমি? তোমাদের আমার কাছে আনতে চাই বলেই তো এত কিছু করলাম। আমি জানি আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে বিয়ে করাতে তোমাকে কত কিছু একা সহ্য করতে হচ্ছে!! শুধু কয়েকদিন অপেক্ষা কর!! অনুমোদন চলে আসলেই আমি তোমাকে এবং স্পন্দনকে নিয়ে আসবো।”

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফোন কেটে দিলো মেহরীন। স্বপ্ন!! এটিই যেনো তাদের দূরত্বের আর কষ্টের কারণ!! ধীরপায়ে হেটে স্পন্দনের ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে রইলো মেহরীন। অতীতের সকল স্মৃতি একটু একটু করে ভেসে আসলো তার সামনে। কিভাবে সে আর উইলটন প্রেমে পরে, ধর্ম আলাদা হওয়ার কারণে পরিবার বিরোধ করলো, তার বিয়ের দিন বধূ সেজে পালিয়ে গিয়ে উইলটনের সাথে রেজিস্ট্রি করেছিলো। ১০মাস পর কোল জুড়ে স্পন্দনের আগমন, সুখের দিনগুলো এবং ৫বছর পর উইলটনের চাকরীর সুবাদে বিদেশ চলে যাওয়া। স্মৃতিগুলো যেনো তাদের ভালোবাসার একটা অ্যালবাম।

(৩দিন পর).....

প্রতিদিনের মত লাঞ্চ-টাইমে বাংলাদেশে ফোন করতে যেয়ে একটা মেসেজ নজর কাড়লো উইলটনের। কনফার্মেশন মেসেজ!! প্রচন্ড খুশিতে আত্মহারা হয়ে লাফিয়ে উঠলো। উত্তেজিত হয়ে মেহরীনকে ফোন করলো উইলটন।

-“ব্যাগ গোছানো শুরু করো!!” হাসতে হাসতে চিৎকার করে বললো।

-“কি?? ব্যাগ কেনো গোছাবো? তুমি আসছো নাকি?” অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো মেহরীন।

-“ আরে না বোকা!! তোমরা আসছো!! আমি অনুমোদন পেয়েছি। যত্ত জলদি পারো সবকিছু গুছিয়ে নাও”

স্তব্ধ হয়ে গেলো মেহরীন। কথা বলার বাক্য খুঁজে পাচ্ছে না!! মাঝরাতটা যেনো তার কাছে সকালের উঠতি সূর্যের কিরণের ন্যায় লাগছে। আনন্দে কেঁদে ফেললো মেহরীন।

-“ সত্যি?? আমরা যাচ্ছি?? ইয়ার্কি না তো?”

“হাহাহাহাহা” করে উচ্চ শব্দে হেসে উঠলো উইলটন। চোখের পানি যেনো বাঁধ ভেঙ্গে নেমেই যাচ্ছে ক্রমাগত। আনন্দের অশ্রু নাকি প্রচন্ড হাসার অশ্রু তা নিয়ে মাথা ব্যাথা নেই যেনো আর!!

কাল ফ্লাইট!! ২সপ্তাহের মধ্যে সব বন্দোবস্ত করে ফেললো মেহরীন!! অনেকদিন পর খুশি এসেছে তার জীবনে। আজই কাপড় গোছানোর সময় খেলনা প্লেন নিয়ে দৌড়ঝাপ করছিলো স্পন্দন। অন্যদিন হলে ধমক দিয়ে বসিয়ে দিত মেহরীন, কিন্তু আজ..... আজ কোনো দুষ্টামিতে বাধা নেই!! বরং হাসিমুখে কল্পনা করছে হয়তো আর কয়দিন পর এই দুষ্টামিতে স্পন্দনের বাবাও যোগ দিবে। ভাবতেই আনন্দে হেসে ফেললো মেহরীন। ওদিকে উইলটনও খুশিতে এটা ওটা কিনে নিচ্ছে!! স্পন্দনের ঘর সাজাচ্ছে। হাজার মানা করার পরেও সে কিনেই যাচ্ছে। গত দু’সপ্তাহে হাজারবার ফোন করে পাগল করে ফেলেছে। দু’হাত তুলে খোদাকে ধন্যবাদ দিলো মেহরীন। বাবা, মা, শ্বশুর, শাশুড়ি-কে চিঠি দিয়েছে। তার কানাডাতে চলে যাওয়ার কথা বলেছে এবং সম্ভব হলে ক্ষমা করার প্রার্থনা করেছে।

রাত ২টা বেজে ৪মিনিট!! ফোনটা তখন থেকে বেজেই চলেছে। ঘুমন্ত চোখে উঠে রিসিভ করলো। অপাশ হতে যা শুনলো তা শোনার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলো না মেহরীন। হাত থেকে ফোন পড়ে গেলো। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। শুণ্য চোখে দেয়ালে তাকিয়ে রইলো। ভেতর থেকে কে যেনো বলে উঠলো “শক্ত হও!! তোমাকে সামলে নিতে হবে!! স্পন্দনের দিকে তাকাও!!” আলতো করে মাথাটা ঘুরিয়ে স্পন্দনের দিকে চেয়ে রইলো মেহরীন।

অটোয়া হাসপাতালে অচেতন দেহ পড়ে আছে। প্রচন্ড উত্তেজনায় রাস্তা পার হতে গিয়ে এক্সিডেন্টে পা হারিয়েছে উইলটনের। বিষন্ন, চেতনাহীন মেহরীন কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। কাদঁতে কাদঁতে মনের জোরগুলোও হারিয়ে ফেলেছে। ভবিষ্যত সম্পর্কে অজ্ঞাত!!

(৩০বছর পর).....

-“প্যারিসের সৌন্দর্যে মন ভরছে না তোমার? বুড়ো বয়সে কাব্যিক ভাব ধরেছো!!” –পেছন থেকে বললো মেহরীন।
হুইলচেয়ার ঘুরিয়ে স্ত্রীর দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললো-

“স্বপ্ন ছিলো স্বাধীনতার, আর কিছু নয়
তোমাকে শুধু অনঙ্গ বউ ডাকার
চেয়েছিলাম একখানি মুখ আলিঙ্গনে রাখার”

ছোট্ট একটা হাসি দিয়ে স্বামীর হাত ধরে, প্যারিসের সৌন্দর্যে মনোনিবেশ করলো পবিত্র এই দম্পত্তি।

(সমাপ্তি)